উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ দ্বীপ সুরক্ষা ও অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –এর উপরে বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

১. সাধারণ

১. উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –এর প্রয়োজন কেন?

পরিবেশ ও বনমন্ত্রক ১৯.২.১৯৯১ তারিখে পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ –এর অধীনে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড) বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছিলেন আমাদের উপকূলীয় পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে। যাইহোক, গত দু'দশক ধরে ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি রূপায়ণের পথে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি উঠে এসেছিলঃ

- ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি সমগ্র ভারতীয় উপকূলরেখা যার মধ্যে আছে মূল ভূখন্ডের ৫৫০০ কিমি উপকূলরেখা ও আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের ২০০০ কিমি উপকূলরেখা তার জন্য সমমানের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নির্দিষ্ট করেছিল। এটি, তার ফলে, হিসেব রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল যে ভারতীয় উপকূলরাখা জীববৈচিত্র্য, জলগতিবিদ্যার শর্তাবলী, জনসংখ্যার ধরণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগলিক রূপান্তর ও ভূতাত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলীর হিসেবে ভীষণভাবে বিচিত্র।
- ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটিতে, সি আর জেড –এর ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য কোনো আবশ্যিক পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়নি এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমাও ঠিক করা হয়নি। আরও, ছাড়পত্রের আবেদনগুলি জমা দেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থাপদ্ধতিও দেওয়া হয়নি।
- এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি ছাড়পত্র দেওয়ার পরবর্তী কোনো নিরীক্ষণ পদ্ধতি বা নিয়ম লঙ্ঘন করা রোধ করার সরাসরি কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা চালু করেনি।
- ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি জোয়ার মধ্যবর্তী এলাকা এবং স্থলভাগের দিকে ৫০০ মিটারের মধ্যে উন্নয়নমূলক কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটিতে স্থলভাগের জমি সংক্রান্ত কার্য্যাবলী থেকে উদ্ভূত দূষণের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
- ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটির সতর্কতামূলক বৈশিষ্ট্য বাস্তুতন্ত্রগতভাবে সংবেদনশীল নির্দিষ্ট উপকূলীয় বিস্তারের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এদের মধ্যে ছিল বস্তিবাসীরা এবং মুম্বাইয়ের ভঙ্গুর ও নিরাপত্তাহীন বাড়িতে বসবাসকারী লোকজন, কেরালার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি জলভাগের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বসবাসকারী গোষ্ঠীসমূহ, গোয়ার উপকূল বরাবর বসবাসকারী স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উপকূলীয় বাসিন্দারা।
- ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকসমূহ, এন জি ও সমূহ ইত্যাদি দ্বারা অনুরোধ রক্ষার্থে প্রায় ২৫ বার পরিমার্জিত হয়েছে। এছাড়াও, কিছু নির্দিষ্ট সুযোগের কথা ব্যাখ্যা করে পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের দ্বারা জারি করা অনেক দপ্তরী আদেশও আছে। ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটির উপর ঘন ঘন পরিবর্তনগুলি ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে একীভূত করা হয়েছে।

২০১১ বিজ্ঞপ্তিটি ডঃ এম এস স্বামীনাথনের সভাপতিত্বে বিভন্ন উপকূলীয় রাজ্যসমূহ ও সযুক্ত অঞ্চলসমূহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনাসভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণের উপরে

দলের তৈরী "শেষ সীমান্ত" প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্দেশের উপর নির্ভর করে উপরিউক্ত সমস্যাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ও সেগুলির উপর সম্পূর্ণভাবে আলোকপাত করে। রাজ্যের মন্ত্রী (আই/সি) ব্যক্তিগতভাবে গোয়া, চেন্নাই, পুরী, কোচি ও মুম্বাইয়ের ব্যাপারে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

২. উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১১ -এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কি কি?

উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১১ -এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল:

- উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায় ও অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহের জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা;
- উপকূলীয় বিস্তার রক্ষা ও সংরক্ষণ করা;
- বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক সমস্যা ও সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নির্ভর করে স্থায়ী পদ্ধতিতে উন্নয়ন চালুও করা;

II. ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তির অধীনে সি আর জেড অঞ্চলগুলির চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস

১. ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তির অধীনে উপকূলীয় অঞ্চলগুলি কিভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত হয়েছে?

১৯৯১ বিজ্ঞপতিটিতে সি আর জেড অঞ্চলটি সি আর জেড-I (বাস্তুতত্রগতভাবে সংবেদনশীল), সি আর জেড-II(গঠিত অঞ্চল), সি আর জেড- III(গ্রামাঞ্চল), সি আর জেড- IV(জলভাগ) অংশে শ্রেণিবিভক্ত হয়েছিল। ২০১১ বিজ্ঞপ্তিতে এই শ্রেণিবিভাগ ই রাখা হয়েছে। একমাত্র পরিবর্তন হল সি আর জেড- IV -এর অন্তর্ভুক্তি, যা আঞ্চলিক জলভাগ ও জোয়ার প্রভাবিত জলাশয় পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে।

সম্পূর্ণ প্রথমবারের জন্য, পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ -এর অধীনে আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের সুরক্ষার জন্য দ্বীপ সুরক্ষা অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি হিসেবে একটি আলাদা খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

২. কোন কোন উপকূলীয়প অঞ্চলগুলি সি আর জেড-১ বিভাগে পড়ার জন্য উপযুক্ত?

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ পরিষ্কারভাবে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে যেগুলি সি আর জেড-১ বিভাগের মধ্যে পড়ে। এর মধ্যে পড়েঃ-

(i) বাস্তুতন্ত্রগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহ এবং ভূ-রূপান্তরসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেগুলি উপকূলের সংহতি বজায় রাখতে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে।

- ম্যানগ্রোভসমূহ, ম্যানগ্রোভ অঞ্চলগুলি ১০০০ বর্গমিটারের বেশী হয়ে গেলে, ৫০ মিটার পরিমাণ অতিরিক্ত অংশ দেওয়া হবে;
- প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীরসমূহ এবং সংযুক্ত জীববৈচিত্র্য;
- বালিয়াড়ি;
- নদী বা জোয়ারের প্রভাবে গঠিত পলিসঞ্চিত অঞ্চলসমূহ যেগুলি জৈবিকভাবে সক্রিয়;
- জাতীয় উদ্যান, জল উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বন্যপশুর বাসস্থান এবং বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২(১৩৭৫ -এর ৫৩), বন্য (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০

(১৯৮০ –এর ৬৯) অথবা পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ –এর ২৯) –এর অধীনস্থ পারিপার্শ্বের জীবগোষ্ঠী সংরক্ষণ অঞ্চলসমূহ সহ অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চলসমূহ;

- লবণাক্ত বদ্ধ জলাভূমি;
- কচ্ছপের বাসা করার জায়গা;
- অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁকড়ার বাসস্থান;
- জলীয় অংশের তৃণাঞ্চল;
- পাখীর বাসা করার জায়গা;
- প্রত্নতাত্তিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চলসমূহ বা কাঠামোসমূহ;

(ii) নিম্ন জোয়ার রেখা ও উচ্চ জোয়ার রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল।

৩. কি কি কার্য্যাবলী সি আর জেড-১ এ অনুমোদিত?

২০১১ বিজ্ঞপ্তির অধীনে সি আর জেড-১ –এ অনুমোদিত কার্য্যাবলীগুলি হল সেইগুলি যা ১৯৯১ বিজ্ঞপ্তির অধীনে অনুমোদিত ছিল ও সময়ে সময়ে পরিমার্জিত হয়েছিল। এগুলি নিম্নলিখিত অংশের সাথে সম্পর্কযুক্তঃ-

(i) সি আর জেড-১ –এ যেগুলি ছাড়া নতুন গঠনকার্য্য অনুমোদিত হবে না সেগুলি হলঃ

- আণবিক শক্তি দপ্তর সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি;
- পাইপলাইন, সংযোগপথ সহ যোগাযোগ প্রদান ব্যবস্থা;
- সি আর জেড-১ –এর অধীনে অনুমোদিত কার্য্যাবলীর জন্য অতিপ্রয়োজনীয় যে যে সুবিধাগুলি লাগে সেগুলি;
- সাইক্লোনের গতিপ্রকৃতি ও ভারতীয় আবহাওয়া সপ্তরের করা পূর্বাভাষ পর্য্যবেক্ষণের জন্য আবহাওয়া নির্ণায়ক যন্ত্রের স্থাপন;

- এইচ টি এল এবং এল টি এল এর মধ্যে জোয়ারের জলের গতি রোধ না করেই একাধিক বন্দরের মধ্যে পিলার ইত্যাদির মাধ্যমে সামুদ্রিক এবং সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

- সবুজ উপত্যকা বিমান বন্দর গঠন যার অনুমতি ইতিমধ্যেই কেবল মাত্র নভি মুম্বাই কে দেওয়া হয়েছে।

(ii) নিম্ন জোয়ার সীমা এবং উচ্চ জোয়ার সীমার মধ্যে যে অঞ্চল গুলি পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল নয়, সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুমোদিত;

- প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান এবং নিষ্কাশন।
- ডাক্তারখানা, বিদ্যালয়, সাধারন বৃষ্টি সাধারন শৌচালয়, সেতু, রাস্তা, জেটি, জল বন্টন, নিকাশি ব্যবস্থা যেগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনধারনের জন্য জরুরী সেগুলির সংশ্লিষ্ট সি জেড এম এ-এর অনুমতি সাপেক্ষে নির্মাণ।
- সৌর বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সমুদ্রের জল থেকে লবন উৎপাদন।
- নির্লবণিকরন কারখানা;
- অ-ক্ষতিকারক পণ্যসামগ্রী যেমন ভোজ্য তেল, সার, এবং খাদ্য শষ্য-এর সংরক্ষন উল্লেখিত বন্দর গুলির মধ্যে,

- জোয়ারের জলের গতি রোধ না করেই একাধিক বন্দরের মধ্যে পিলার ইত্যাদির মাধ্যমে সামুদ্রিক এবং সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

৪। কোন কোন উপকূল এলাকা সি আর জেড-II অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে?

বিজ্ঞপ্তিটি সি আর জেড-II অঞ্চল হিসেবে সেই এলাকা গুলি কে চিহ্নিত করেছে যেগুলি তীরবর্তী অথবা তার কাছাকাছি এবং পৌরসীমার মধ্যে।

৫। সি আর জেড-II অঞ্চলের মধ্যে কি কি কার্যকলাপ অনুমোদন যোগ্য?

পূর্বনির্ধারিত রাস্তা, অনুমোদিত নির্মাণ, অথবা বিপজ্জনক রেখার ভুমি সংলগ্ন প্রান্তে নির্মাণকার্য অনুমদিত যদি সেখানে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংগঠন না থাকে। অন্যান্য কার্যকলাপ যেমন নির্লবনিকরন কারখানা, এবং অ-ক্ষতিকারক পণ্যের সংরক্ষন ইত্যাদিও অনুমোদিত। সি আর জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তিতে, যেটি মুলত বস্তি উন্নয়ন এবং জীর্ণ নির্মান গুলির উন্নয়নের জন্য, উল্লেখ করা না থাকলে যেকোনো গঠন প্রকল্পের ফ্লোর স্পেস ইনডেক্স এবং ফ্লোর এরিয়া রেশিও ১৯-০২-১৯৯১ অনুসারে হবে।

৬। কোন কোন উপকূল এলাকা সি আর জেড-III অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে? এই অঞ্চলের মধ্যে কি কি কার্যকলাপ অনুমোদন যোগ্য?

সি আর জেড-III এলাকা হল সেইগুলি যেগুলি তুলনামুলক ভাবে নিরুপদ্রুত এবং ১ অথবা ২ কোনো শ্রেনীর মধ্যেই পড়ে না এবং এটি সেই সমস্ত শহুরে এবং গ্রামীন অঞ্চলগুলিকেও চিহ্নিত করে যেগুলির যথেষ্ট উন্নয়ন হয় নি।

বিজ্ঞপ্তিতে সি আর জেড ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তির সমস্ত অনুমোদনযোগ্য কার্যকলাপকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এইচ টি এল এর ০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে নো ডেভেলপমেন্ট জোন যেখানে কোন রকম নির্মানের অনুমতি নেই। শুধুমাত্র কিছু কার্যকলাপ যেগুলি কৃষি, উদ্যান পালন, বাগান, পার্ক, খেলার মাঠ, বনরক্ষন, পরমানবিক শক্তি বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প, দুর্লভ খনিজদ্রব্যের খনন, সমুদ্রের জল থেকে লনল উৎপাদন, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম পন্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষন, এবং পুনর্গ্যাসিভবন সংক্রান্ত কেন্দ্র, অপ্রথাগত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এবং কিছু নির্দিষ্ট সাধারন সুযোগ সুবিধার অনুমোদন এই অঞ্চলে দেওয়া যেতে পারে।

এইচ টি এল এর ২০০ থেকে ২৫০ মিটারের মধ্যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠির গৃহ নির্মান এবং সংস্কার,

নভি মুম্বাই এর সবুজ উপত্যকা বিমান বন্দরসহ অন্যান্য পর্যটন প্রকল্প, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম পন্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষন, এবং -গ্যাসিভবন সংক্রান্ত কেন্দ্র, অ-ক্ষতিকারক পণ্যের সংরক্ষন, নির্লবনিকরন কারখানা, অপ্রথাগত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান অনুমোদন যোগ্য।

৭। কোন কোন উপকূলবর্তী এলাকা সি আর জেড - IV শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য?

জোয়ার প্রভাবিত জলজ ক্ষেত্র সমেত নিম্ন জোয়ার সীমা থেকে প্রাদেশিক সীমানা পর্যন্ত জলজ অঞ্চলকে সি আর জেড – IV শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে।

৮। সি আর জেড – **IV অঞ্চলে কি কি কার্য্যকলাপ অনুমোদিত?**

সি আর জেড – IV শ্রেনীভুক্ত অঞ্চলে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রথাগত মাছ ধরা এবং সম্পর্কিত কার্যকলাপ-এ কোনো বাধানিষেধ নেই। কিন্তু অসংশোধিত আবর্জনা, তরল অথবা কঠিন বর্জ্য এই অঞ্চলে ফেলতে বা জমতে দেওয়া যাবে না।এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক বছরের মধ্যে শহরে উৎপন্ন আবর্জনা নিস্কাশনের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলতে হবে এবং তার দু বছরের মধ্যে তা আরোপ করতে হবে।

III. মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ আইন

১। সি আর জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তিতে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য কি কি নতুন আইন আছে?

যেহেতু মৎস্যজীবি সম্প্রদায় প্রথাগত ভাবে উপকুলবর্তী অঞ্চলে বাস করে, সি আর জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তির খসড়া নির্মানের সময় তাদের প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির একটি উল্লেখিত লক্ষ্য হল ‘মৎস্যজীবি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সম্প্রদায় যারা উপকুলবর্তী অঞ্চলে বাস করে তাদের জীবনধারন সুরক্ষিত করা ... এবং উপকুলবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিশ্ব উষ্ণায়নের দরুন সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নিরন্তর উন্নতির ব্যবস্থা করা।

নিম্নে সি আর জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তির কিছু আইনের উল্লেখ করা হল যেগুলি মৎস্যজীবি সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে আলোকপাত করেঃ-

i. ১২ ন্যটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জল এবং জোয়ার প্রভাবিত জলাভুমিকে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের এর অন্তর্গত করা হয়েছে –

- অসংশোধিত আবর্জনা, তরল অথবা কঠিন বর্জ্য অপসারন নিয়ন্ত্রন করতে যেহেতু এই ধরনের কাজ মাছ এবং তাদের বাস্তুতন্ত্র-কে বিপদে ফেলতে পারে।
- প্রবাল এবং প্রবাল প্রাচীর সংলগ্ন জীব বৈচিত্র, সামুদ্রিক জীবমন্ডল সংরক্ষন অঞ্চল সমূহ, এবং সামুদ্রিক তৃণভুমির, যা মাছেদের ডিম উৎপাদন, লালন এবং বৃদ্ধিতে ভুমিকা পালন করে, সংরক্ষন।
- সামুদ্রিক এবং উপকুলিয় জলে বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন জল সাঁচা, স্যান্ড মাইনিং, জাহাজের আবর্জনা নিস্কাশন, ব্রেক-ওয়াটার ইত্যাদি সহ এমন নির্মান ও পুনর্নিমান যা মৎস্যচাষ এবং সংক্রান্ত কার্যকলাপের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রন করা।
- জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বিপর্যয় যেগুলির মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তির ওপর ব্যাপক প্রভাব আছে সেগুলির ওপর উপকুল এবং সামুদ্রিক জলের গবেষনা।

.এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে এই অঞ্চলে মাছধরা, এবং তৎসংক্রান্ত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অন্যান্য কার্যকলাপের ওপর কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় নি।

ii. মানুষের নানা কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট ভুমিক্ষয় দেশের বিভিন্ন উপকুলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবি এবং অধিবাসীদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সেই সমস্ত উপকুলকে চিহ্নিত করে এবং উচ্চ ক্ষয়প্রবন শ্রেনী, মধ্য ক্ষয়প্রবন শ্রেনী, ও স্থিতিশীল শ্রেনীতে বিভাজিত করে এত সমস্ত মানুষ্যঘটিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

iii. কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরীর সময় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়এর জন্য যে পরিকাঠামো দরকার তা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে, এবং জলাভুমিতে ফিশিং জোন এবং মৎস্যপালন অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে।

iv. ২০১১-র বিজ্ঞপ্তি কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি কে ভুক্তোভুগীদের কাছ থেকে কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্টএর খসড়ার ওপর মতামত চাইতে বলেছে। এর ফলে এই প্রথম এটা সুনিশ্চিত হবে যে মৎস্যজীবি সম্প্রদায় সহ স্থানীয় মানুষ সি জেড এম পি গুলিতে তার মতামত প্রদান করতে পারবে।

.

v. এই বিজ্ঞপ্তি সি আর জেড III অঞ্চলে স্থানীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়গুলির জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা নির্মানের অনুমতি দেয়।

vi. স্থানীয় শহর এবং গ্রামীন পরিকল্পনা নীতি অনুযায়ী মৎস্যজীবিসহ স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির বাসস্থানের পুনর্নির্মাণ এবং সারাই-এর কাজকে অনুমোদনযোগ্য করা হয়েছে।

vii. যেসব সি আর জেড III অঞ্চলে ০ থেকে ২০০ মিটার নো ডেভেলপমেন্ট জোন, সেখানে

মৎস্যজীবিসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এন ডি জেড কে ১০০ মিটারে কমিয়ে আনা হয়েছে। ফলে রাজ্য সরকার এবং এম ও ঈ এফ এর অনুমোদন সাপেক্ষে উচ্চ জোয়ার সীমার ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে বাসগৃহ বানানো যাবে।

2. ২০১১-এর বিজ্ঞপ্তিতে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়গুলির জন্য রাজ্যমাফিক কি কি বিশেষ আইন আছে?

মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরালা, সুন্দরবন এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রগত ভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষ আইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- **বৃহত্তর মুম্বাইঃ** বৃহত্তর মুম্বাই-এ প্রাচীন মৎস্যজীবি সম্প্রদায়এর (কোলিয়াড়া) জন্য একটা আইন প্রদান করা হয়েছে যার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির জরীপ করা হবে এবং এটিকে সি আর জেড III অঞ্চল ঘোষনা করা হবে যেখানে স্থানীয় শহর এবং গ্রামীন পরিকল্পনা নীতি অনুসারে নির্মান এবং পুনর্নির্মান কার্য করা যাবে।

- **বৃহত্তর গোয়াঃ** গোয়া সরকার গোয়া উপকুল বরাবর সব মৎস্যজীবি গ্রাম জরীপ করবে এবং মাছচাস এবং সেই সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য দরকারী সব সুবিধা প্রদান করবে। ১৯৯১ সালের সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকলে বাসস্থানের প্রসারন, নবীকরণ এবং মেরামতি বিজ্ঞপ্তির বিরোধী হিসেবে গন্য হবে। মহামাণ্য বোম্বে উচ্চ আদালত এই ধরনের বাড়ি (প্রায় ৫,০০০) ধংস্ব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সি আর জেড অঞ্চলে স্থানীয় মানুষের তৈরী বাড়ী অনুমোদনযোগ্য।

- **কেরালা** ঃ কেরালাতে সি আর জেড অঞ্চল উচ্চ জোয়ার সীমা থেকে ভুমিসংলগ্ন প্রান্তে ৫০ মিটারের মধ্যে কমিয়ে আনা হয়েছে। এই অঞ্চলটি নো ডেভেলপমেন্ট জোন যার মধ্যে কোনো নতুন নির্মান করা যাবে না। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে কোনো স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ি নবীকরণ বা মেরামত করা যাবে। জরুরী উপকুলবর্তী সুবিধা গুলি যেমন, মাছ ধরার জেটী, মাছ শুকানোর চত্তর, জাল মেরামতির এলাকা, প্রথাগত উপায়ে মৎস্যচাষ, নৌকা তৈরীর এলাকা, বরফ কারখানা, নৌকা মেরামতি ইত্যাদির জন্য জরুরী নির্মাণ প্রকল্পগুলি ০ থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে করা যাবে। উচ্চ জোয়ার সীমা থেকে ভুমিসংলগ্ন প্রান্তে ৫০ মিটারের পরে পঞ্চায়েতের অনুমতি সাপেক্ষে বাসিন্দাদের গৃহনির্মান সম্ভব।

- **সুন্দরবনঃ** সুন্দরবন এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রগত ভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য এবং স্থানীয় মানুষের সুবিধার জন্য আই অঞ্চলে সংরক্ষন এবং সুরক্ষার জন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটা ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (আই এম পি) তৈরী করতে হবে। মৎস্যজীবিসহ এই সমস্ত বাস্তুতন্ত্রগত ভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে বসবাস্কারী স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসস্থান সংক্রান্ত চাহিদাগুলিও এই আই এম পি-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

IV. দূষন প্রতিরোধের পদ্ধতি

১. ২০১১ সালের নতুন নিয়মাবলী আনুযায়সামুদ্রিক তট অঞ্চলে দূষণ প্রতিরোধের কি কি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

২০১১ সালের নতুন নিয়মাবলী আনুযায় সামুদ্রিক তট অঞ্চলে দূষণ প্রতিরোধের জন্য কিছু পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তট সংলগ্ন অঞ্চলের জল দূষণমুক্ত রাখার জন্য, এই জলে কোন রকমের নোংরা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি তট সংলগ্ন রাজ্যকে কিছু নিয়মাবলি মেনে চলতে লাগবে। যেমনঃ

- পুরাতন যত পদ্ধতি আছে নোংরা পরিশোধন করবার সেগুলো বদলা আধুনিক পদ্ধতিতে পরিশোধনের কাজ সুরু করতে হবে আর তার জন্য ২ বছরের সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে।

- তটের জলে দাহ্য পদার্থ ফেলার যা কিছু পদ্ধতি আছে তা নিয়মাবলী জারি হওয়ার এক বছরের মধ্যে বাঁধ করতে হবে।

- তটের জলকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য আর তট সংলগ্ন অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটি অ্যাকশান প্লান জমা দিতে লাগবে। তার মধ্যে পুরো কাজের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে লাগবে।

- এই অ্যাকশান প্লানটী এম ও ই এফ- এর কাছে জমা দিতে লাগবে। তিনি আর্থিক আর টেকনিকাল সাহায্য প্রদান করবেন।

V. ছাড়পত্র পাওয়ার পদ্ধতি

1 ২০১১এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ছাড়পত্র পাবার পদ্ধতিটি কি?

১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিটি সি আর জেড এর ছাড়পত্র পাবার কোনো পদ্ধতির উল্লেখ করে নি। কিন্তু, ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে এই ধরনের ছাড়পত্র পাবার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(i) প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য/ কেন্দ্রশাষিত সি জেড এম এ নিম্নলিখিত তথ্য সহকারে পেশ করবে -

- ফর্ম -১ (বিজ্ঞপ্তির পরিশিষ্ট-৪)

- দ্রুত এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট (ই আই এ) রিপোর্ট প্রকাশ সামুদ্রিক এবং স্থল ই আই এ সহ। বিভিন্ন সময়ে এম ও ই এফ দ্বারা প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুসারে বন্দর এবং উপকূলবর্তী প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গীন ই আই এ এবং গবেষনা।

- ডিস্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট, (দুর্যোগ মোকাবিলার প্রতিবেদন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রতিবেদন)

- কোনো স্বীকৃত সংস্থা দ্বারা এইচ টি এল এবং এল টি এল সি চিহ্নিত আর জেড ম্যাপ (১ঃ৪০০০ স্কেল),

- উপোরোল্লিখিত মানচিত্রের উপর প্রকল্পের নকশা স্থাপিত।
- সাধারন ভাবে সি আর জেড মানচিত্র প্রকল্পের চারিদিকে ৭কিমি ব্যাসার্ধের অঞ্চলকে চিহ্নিত করবে,

- সি আর জেড মানচিত্র সি আর জেড ১, ২, ৩, এবং ৪ অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করবে,

- সংশ্লিষ্ট দূষন নিয়ন্ত্রন পর্ষদের বা সমিতির কাছ থেকে যেসব প্রকল্প কঠিন বা তরল বর্জ্য নিস্কাশন করে সেগুলি সম্পর্কে নো অব্জেকশন সার্টিফিকেট। (সংশ্লিষ্ট দূষন নিয়ন্ত্রন পর্ষদের বা সমিতর কাছ থেকে এন ও সি বাধ্যতামুলক করা হয়েছে উপকূলবর্তী জলে দুষন কমানোর জন্য।)

(ii) সংশ্লিষ্ট সি জেড এম এ উপরোল্লিখিত সমস্ত দলিল স্বীকৃত সি জেড এম পি এবং সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পরীক্ষা করবে এবং দরকারী সুপারিশ করবে সমস্ত তথ্যাদি গ্রহনের ষাট দিনের মধ্যে।

- এস ই এ সি বা ই এ সি যদি প্রকল্পটি ২০০৬ সালের ই আই এ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হয়,

- এম ও ই এফ বা রাজ্য সরকার যদি প্রকল্পটি সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হয়,

(iii) এম ও ই এফ বা রাজ্য সরকার কোনো প্রকল্পের ওপর সংশ্লিষ্ট সি জেড এম এ-র সুপারিশ ষাট দিনের মধ্যে বিবেচনা করবে।

২. এই ছাড়পত্র-টি কত দিনের জন্য বৈধ?
২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রজেক্টের অনুমতি পত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে পাঁচ বছর কাল অবধি বৈধ্ থাকে।

৩. ছাড়পত্রের পরবর্তী সময়ের পরিদর্শনের পদ্ধতি?
২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রজেক্টের ছাড়পত্র পাওয়ার সাথে সাথে নিম্নলিখিত ছাড়পত্রের পরবর্তী পদ্ধতিগুলি নিজে থেকেই চালু হয়ে যায়;
- প্রোজেক্ট পরিচালনার জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে নির্দেশানুসারে কাজের বিবরণ যা নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত সামগ্রিক ছাড়পত্র যা কাগজে কলম-এ ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে

নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা কে বছরে দু-বার, প্রতি বছরে ১লা জুন এবং ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে জমা দিতে হবে;

- পরিচালন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত এই সমস্ত সম্মতিপত্র গুলি জনসাধারণের দস্তাবেজ;
- উপরিউক্ত দস্তাবেজ গুলি পরিচালন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বাধীন যে কোনও ব্যক্তি-কে দেওয়া যেতে পারে;
- সাম্প্রতিক সম্মতিপত্রটি দায়িত্বাধীন পরিচালন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে যা সম্মতিপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে পাঁচ বছর অবধি বৈধ থাকবে।

VI. বলবৎকরণের উপায়

১. ২০১১ সালের ঘোষণাপত্র উল্লিখিত বলবৎকরণের উপায়গুলি কি?

১৯৯১ সালের সি আর জেড় -এর বিজ্ঞপ্তি তে বলবৎকরণের উপায়গুলির উল্লেখ নেই। এটি ছিল ওই বিজ্ঞপ্তির প্রধান অন্তরায় এবং অনেককটি নিয়ম লঙ্ঘনেরও প্রধান কারণ। ২০১১ সালের সি আর জেড় -এর বিজ্ঞপ্তি তে বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কি পদ্ধতিতে এবং কি সময়ের মধ্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা দেওয়া আছে। বিজ্ঞপ্তিকে উপযুক্ত ভাবে চালু করার জন্য রাজ্য স্তরে সি জেড় এম এ –গুলি এবং দেশীয় স্তরে এন সি জেড় এম এ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি কে আরও দৃঢ় করবে এবং এম ও ই এফ তাদের কর্মদক্ষতা আরও বাড়াবে। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী চার মাসের সময় সীমার মধ্যে লঙ্ঘনকারী দের উপযুক্ত সাম্প্রতিক মানচিত্র গুলি, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেওয়া ছবি এবং তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা চিহ্নিত হবে এবং পরবর্তী চার মাসের মধ্যে ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গুলি কি?

সি জেড় এম এ গুলির কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ,কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি কে একটি ওয়েব সাইটবানেতে হবে যাতে বিষয় সূচী , সারাংশ, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ছারপত্র, বিধি লঙ্ঘন, গৃহীত ব্যবস্থা ,বিচার ব্যবস্থা জনিত ঘটনা যার মধ্যে সি জেড় এম এ গুলি (এই ধরনের বিধান ১৯৯১ সালের সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি তে দেওয়া নেই) অর্ন্তগত।

VII. বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট বিস্তৃত উপকূলের জন্য

১. কোন কোন স্থানের জন্য বিশেষ ভাবে বিচারের প্রয়োজন?

১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তি তে, দেশের সমস্ত উপকূলবর্তী স্থানের জন্য প্রযোজ্য প্রনিয়মগুলি সমান ভাবে, পরিবেশের বিভিন্নতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উন্নয়নের চাপ ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া আছে। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি তে স্থানীয় বাসিন্দা যেমন বস্তিতে বসবাসকারী ব্যক্তি, যারা মুম্বাই-এর পুরানো এবং অসুরিক্ষিত বাড়িতে, কেরালার নদী পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের চারিপাশে ও গোয়া-র উপকূলবর্তী স্থানীয় বাসিন্দা এবং সুন্দরবনের পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল বাসিন্দা ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে বিশেষ কিছু বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

২. গ্রেটার মুম্বাই এর জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলি কি?

মুম্বাই যে সব বিশেষ পরিবেশগত এবং সামাজিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তা মাথায় রেখে নিম্নলিখিত বিধানগুলি দেওয়া হয়েছেঃ

অ. সি আর জেড়-১ স্থানগুলিঃ

- সমস্ত অনুমোদন যুক্ত রাস্তা এবং সংযোগকারী রাস্তা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বানের জল মুক্ত ভাবে প্রবাহিত হতে পারে।
- উপরিউক্ত নির্মান কাজের সময় ম্যানগ্রোভ্ প্রজাতির গাছ ধ্বংস বা কাটার সংখ্যার পাঁচগুন পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে।
- এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ১ বছরের মধ্যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ্ স্থান গুলিকে নির্দিষ্ট, চিহ্নিত এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে, কঠিন বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য সি আর জেড় স্থানের বাইরে স্থান স্থির করতে হবে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে বিপদসঙ্কুল এলাকায় বসবাসকারী ও বাড়ি-ঘর সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

আ. সি আর জেড়-২ স্থানগুলিঃ

- প্রজেক্ট অনুমোদনের দিন থেকে টাউন এন্ড কান্ট্রি প্লানিং রেগুলেশানস্-এ নির্দিষ্ট ফ্লোর এরিয়া রেশিও অথবা ফ্লোর স্পেস্ ইন্ডেক্স মেনে রাজ্য সরকারকে বস্তি পুনঃসংস্কার প্রকল্প নিতে হবে। এই সব প্রজেক্টে রাজ্য সরকার বা তার কোনও এজেন্সীর লগ্নীর পরিমান ৫১% -র কম হবে না।
- সি আর জেড়-২ স্থানের অন্ত র্ভূক্ত পূরানো, ধ্বংসপ্রায় এবং অসুরক্ষিত আবাসনগুলিকে পুনর্নিমান পুনঃসংস্কারের অনুমতি দিতে হবে। এই সব কাজগুলি বাড়ির মালিক নিজে বা দ্বিতীয় কোন নির্মানকারী দ্বারা করাতে পারে। এই সব নির্মান কাজ টাউন এন্ড কান্ট্রি প্লানিং রেগুলেশানস্ মেনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মারফৎ অনুমোদনের দিন থেকে হবে।
- গ্রেটার মুম্বাই এর 'গ্রীন লাং' যেমন সমস্ত খোলা জায়গা, পার্ক, উদ্যান, খেলার মাঠ যা সি আর জেড়-২ ডেভেলপ্মেন্ট প্ল্যানে দেখানো আছে তা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য সি আর জেড়-৩ বিভাগে রাখতে হবে যা 'নো ডেভেলাপ্মেন্ট জোন' হবে। ফ্লোর ইন্ডেক্স ন্যূনতম ১৫% হলেই কেবল মাত্র নাগরিকদের বিনোদন মূলক ক্রীড়া-র সুবিধা ও পরিষেবা দেওয়ার জন্য ঐ নির্মান কাজ করতে দেওয়া হবে যা ব্যবসায়িক বা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অগ্রাধিকার অনুসারে সি আর জেড়-২ স্থানে বসবাসকারীদের বাড়ি-ঘর পুনর্নিমান এবং মেরামত -এর জন্য অনুমতি দেওয়া হবে।
- মাছ চাষের জন্য নির্ধারিত স্থান কোলিওয়াদা কে নিয়ে এবং ১৯৮১ সালের ডেভেলপ্মেন্ট প্ল্যান -এ নির্দিষ্ট সেই সব স্থান অথবা এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র সরকারের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলীকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সি আর জেড়-৩ নামে ঘোষণা করতে হবে যাতে উন্নয়ন, যার মধ্যে বাড়ি-ঘর র্নিমান এবং পনর্নিমান –এর ব্যবস্থা থাকবে যা টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং রেগুলেশানস্ অনুযায়ী হবে।

৩. গ্রেটার মুম্বাই –এ এই বিশেষ সুবিধার অসদ্ব্যবহার যাতে না হয় তার জন্য কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

মুম্বাই এর বস্তি এবং ধ্বংসপ্রায় বাড়ি-ঘর পুনরায় উন্নয়নের কাজ নিশ্চিত করার জন্য তার স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার পরিমাপ গুলি নিচে দেওয়া হলঃ-

- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মারফৎ অনুমোদিত পুনরায় উন্নয়নের বা পুনর্নিমান-এর কাজে ২০০৫ সালের দি রাইট টু ইনফরমেশান্ অ্যাক্ট –টি প্রযোজ্য হবে।

- ধ্বংসপ্রায়, বাজেইয়াপ্ত এবং অসুরক্ষিত বাড়ি-ঘড় পুনরায় উন্নয়নের জন্য ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শক হবে সি এন্ড এ জি -র বিশেষ কিছু হিসাব পরিদর্শক। অন্যদিকে কন্ট্রোলার এর অফিস এবং অডিটার জেনারেল (সি এন্ড এ জি) অফ্ ইন্ডিয়া, বস্তি পুনরায় উন্নয়নের হিসাব পরীক্ষা করবে।
- একটি উচ্চস্তরের পরিদর্শক মন্ডলী গঠিত হবে যার সদস্যরা হবেন বহুল পরিচিত স্থপতি, পৌর পরিকল্পক, ইঞ্জিনিয়ার, এবং নাগরিক সংগঠনের সদস্যগণ, যাদের সাথে স্থানীয় পৌর সংস্থাগুলি, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়মিত ব্যবধানে পরিদর্শিত হবে যা গঠন করবে মহারাষ্ট্র সরকার।

৪. কেরালার জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলি কি?

কেরালার একটি বিশেষ উপকূলবর্তী পরিবেশ আছে, যার মধ্যে ৩০০ বেশী দ্বীপ আছে যা নদীর পাশের জলাশয় গুলির ধারে অবস্থিত। এই বিজ্ঞপ্তিতে কেরালার এই বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখে কেরালার উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু, দ্বীপ গুলি কেরালার নদীর পাশের জলাশয় গুলির ধারে অবস্থিত সংকীর্ণ ভূখন্ড, তাই সি আর জেড স্থলটি মূল ভূভাগের এচ টি এল থেকে ৫০ মিটার কমে গেছে। এটি একটি ‘নো ডেভেলপ্মেন্ট জোন’ যেখানে নতুন কোনও নির্মানের কাজ করা যাবে না। এই স্থানে অবস্থিত আবাসনগুলির মেরামৎ এবং পুণরায় নির্মান ক রা যাবে। এই স্থানের ০-৫০ মিটারের মধ্যে তীরবর্তী স্থানের সুবিধা গুলি যেম ন মাছ ধ রার জেটি, মাছ শুকানোর বিস্তীর্ণ এলাকা, জাল মেরামতের বিস্তীর্ণ এলাকা, চিরাচরিত প্রথায় মাছ ধরার প্রনালী, নৌকা তৈরীর জায়গা, বরফের কারখানা, নৌকা মেরামতের জায়গা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যাবে। এচ টি এল ভূ-খন্ডের তীরবর্তী অংশের বাইরে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বাড়ি তৈরী করা যাবে স্থানীর পঞ্চায়েতের অনুমোদন সাপেক্ষে।

৫. সুন্দরবন এবং অন্যান্য পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল স্থানের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলি কি?

সুন্দরবন হল দেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ্ অঞ্চল। এই বায়োস্ফিয়ার-এ পাঁচ লক্ষের মতো মানুষ বাস করে। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং জলবায়ুর পরিকাঠামোর পরিবর্তন, পরিবেশের পরিবর্তন করে যা সুন্দরবন-এর উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। পরিকাঠামো গত অসুবিধার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা প্রবল দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। একটি উপযুক্ত ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের উপস্থাপনা করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সুন্দরবন এবং সেই রকম পরিবেশগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেমন গাল্ফ অফ্ খাম্বাট্ এবং গুজ রাটের গাল্ফ অফ্ কচ্ছ, ম্যালভ্যান, মহারাষ্ট্রের অচরা-রত্নগিরি, কারোয়ার এবং কর্ণাটকের কুন্দাপুর, কেরালার ভেম্বানদ, উড়িষ্যার ভাইতারকণীকা, করিঙ্গা, অন্ধ্রপ্রদেশের পূঃ গোদাবরী এবং কৃষ্ণা -র জন্য। এই অঞ্চলগুলিকে ক্রিটিকাল্ ভাল্নারেব্ল্ কোস্টাল এরিয়াস (সি ভি সি এ) বলে ঘোষণা করা যাবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা করে এই সব প্রতিটি অঞ্চলের জন্য আনুসঙ্গিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরী করতে হবে।

যতক্ষণ না এই আনুসঙ্গিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান -টি তৈরী ও প্রজোয্য হচ্ছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় উন্নয়নের পরিকাঠামো ঐ অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিটি প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি -কে দিতে হবে।

৬. গোয়ার জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলি কি?

গোয়া রাজ্যের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য প্রবল নিয়ন্ত্রণ-এর পদ্ধতি-র বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সুবিধাগুলি নীচে দেওয়া হলঃ

- উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনসমাজের চিরাচরিত জীবিকা হল প্রধানতঃ মাছ ধরা এবং আনুসঙ্গীক ক্রিয়াকলাপ এবং জেলেদের জীবন-যাপনের জন্য প্রাথমিক পরিকাঠামোগত সুবিধা, এইসব সুবিধাগুলি গোয়া সরকার একটি সামগ্রিক পরিসংখানের পরে প্রদান করবে।
- সি আর জেড় অঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসস্থান পুনরায় নির্মানের, মেরামতির অনুমতি থাকবে।
- পরিবেশ সংবেদনশীল নিচু অঞ্চল যা জোয়ার ভাটা-র ফলে প্রভাবিত হয়, তাকে খাজান নামে চিহ্নিত করতে হবে। ঐ অঞ্চলে উপস্থিত সমস্ত ম্যানগ্রোভ্ কে সুরক্ষিত করার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান গঠন করতে হবে। খাজান অঞ্চলে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না।
- বালির স্তুপ, সমুদ্রের তটরেখা এবং খাঁড়িগুলি কে পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট করতে হবে। এই সব বালু-স্তুপ অঞ্চলে কোনও রকম কাজের অনুমতি দেওয়া যাবে না।
- সমুদ্র তট-গুলি যেমন ম্যান্ড্রীম, মোরজীম, গাল্গিবা এবং এগোন্ডা কচ্ছপের বাসস্থান রূপে পরিচিত এবং যা ওয়াইল্ড লাইফ্ প্রোটেক্শান্ অ্যাক্ট, ১৯৭২ দ্বারা সুরক্ষিত। সুরক্ষার জন্য এইসব অঞ্চলে সমীক্ষা করে একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান গঠন করা উচিৎ। এই সব অঞ্চলে কোনও রকম উন্নয়নমূলক কাজের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

VIII. ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তির অসমাপ্ত বিষয় এবং বিধিলঙ্ঘন গুলির হস্তান্তরিতকরণ

১. ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি প্রজোয্য হওয়ার সাথে সাথে ১৯৯১ সালের সি আর জেড় বিজ্ঞপ্তির লঙ্ঘনকারীদের ক্ষমা করা হবে?

১৯৮৬ সালের এনভায়রন্মেন্ট (প্রোটেক্শান্) অ্যাক্ট -এর ৫নং ধারার এম ও ই এফ -এর তেমন নির্দিষ্ট দিকের উল্লেখ নেই, সমস্ত সি জেড় এম এ-গুলি তে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া থাকবে যা আধুনিক উপযুক্ত মানচিত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

২. ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ ওয়ার পরে ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৈরী কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান -এর অবস্থা কি হবে?

বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে নতুন সি জেড় এম পি-গুলি যা সি আর জেড় বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তৈরী তা অনুমদিত না হওয়া অবধি ১৯৯১ সালের কোস্টাল রেগুলেশান্ জোন্ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৈরী সি জেড় এম পি-গুলি মেনে চলবে।

৩. ১৯৯১ সালের কোস্টাল জোন বিজ্ঞপ্তির অন্তর্গত গৃহ নির্মানের লঙ্ঘনকারী যেমন আদর্শ ইত্যাদি ২০১১ কোস্টাল রেগুলেশান্ জোন্ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আইনসিদ্ধ করা হবে কি?

১৯৮৬ সালের এনভায়রন্মেন্ট (প্রোটেক্শান্) অ্যাক্ট -এর ৫নং ধারার এম ও ই এফ -এর তেমন নির্দিষ্ট দিকের উল্লেখ নেই, সমস্ত সি জেড় এম এ-গুলি তে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া থাকবে যা আধুনিক উপযুক্ত মানচিত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

IX. দ্বীপ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তি

IX দ্বীপ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তি,

১. কেন আলাদাভাবে দ্বীপ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –র প্রয়োজন?

আন্দামান ও নিকোবর –এ প্রায় ৫০০ টি এবং লাক্ষাদ্বীপ–এ ৩০ টি দ্বীপ আছে। এই দুটি দ্বীপকে ক্রমবর্ধমান পরিবেশের সমতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণে প্রানীর বাসস্থান হিসাবে গণ্য করা হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ ভূচর ও সামুদ্রিক প্রানীজগত যার মধ্যে বণভূমি যা আন্দামান ও নিকোবর –এর ভৌগোলিক অঞ্চলের ৮৫%, অন্যদিকে লাক্ষাদ্বীপ হল একটি প্রবাল দ্বীপ। এইসব দ্বীপ–এর ভৌগোলিক অঞ্চল গুলি এ ত ছোট যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৫০০ মিটারের কোস্টাল রেগুলেশান্ জোন্ এর পরিধি থেকে আলাদা করা যায় না। অতএব একটি আলাদা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন যা নিজে থেকে সমস্ত দ্বীপ (আন্দামান ও নিকোবর –এর চারটি দ্বীপ – উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং গ্রেটার নিকোবর ব্যতিরেকে)–এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

২. আই পি জেড় বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –র মূল লখ্য কি?

কোস্টাল রেগুলেশান্ জোন্ বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ এর প্রধান লক্ষ্যগুলি হলঃ

- উপকূলবর্তী স্থানে বসবাসকারী অন্যান্য গোষ্ঠী, উপজাতি গুলি এবং জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সুরক্ষিত করা;
- উপকূলের বিস্তৃতি কে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত করা এবং;
- গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নয়ন করার জন্য উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার বিপদ এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন এর ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি কে মাথায় রাখতে হবে।

৩. আই পি জেড় বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –র বৈধ কর্তৃত্ব কি?

চারটি দ্বীপ যথাক্রমে উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং গ্রেটার নিকোবর এর ক্ষেত্রে সমুদ্রের সম্মুখের জোয়ারের লাইন থেকে ৫০০ মিটার অবধি অঞ্চলে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য হয়, অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপের সমস্ত দ্বীপ গুলির সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল, জলভূমি ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি অঞ্চল এই বিজ্ঞপ্তিটির আওতায় পরে।

৪. এই সব দ্বীপের পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কথা কি ধরা হয়েছে?

হ্যাঁ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রবণ অঞ্চল যার মধ্যে ভুমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন ইত্যাদি অর্ন্তগত। দি ইন্টিগ্রেটেড আইল্যান্ড মানেজমেন্ট প্ল্যান (আই আই এম পি – গুলি) সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার বিষয় এবং অন্যান্য পরিবেশগত ঘটনাবলী মাথায় রেখে কাজ করে। বিজ্ঞপ্তিতে আই আই এম পি –গুলি তৈরীর জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলী উল্লেখ করা আছে।

X. সারাংশঃ কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ এবং কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ১৯৯১ এর তুলনা

১. কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন সুবিধাগুলি কি?

(অ) সমস্ত জলভাগ যার বিস্তৃতি সমুদ্রের ভিতরে ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি এবং সমগ্র

জোয়ার-ভাটা-য় পুষ্ট জলভূমি যেমন খাঁড়ি, নদী, মোহনা এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
(আ) স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন যাপন এবং সম্পত্তি যা উপকূলবর্তী সঙ্কটপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত বলে যার উল্লেখ আছে তাদের সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া অফিস দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
(ই) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিষয় গুলি মাথায় রেখে গ্রেটার মুম্বাই, কেরালা, গোয়া এবং বিপদসঙ্কুল অসুরক্ষিত উপকূলবর্তী অঞ্চল যেমন সুন্দরবন –কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
(ঈ) মানুষের হস্তক্ষেপের জন্য তৈরী সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানের ভূমিক্ষয়-এর কথা মনে রেখে আধুনিক উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে তটরেখা-টি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সেটি 'উচ্চ ভূমিক্ষয়', 'মধ্যম ভূমিক্ষয়' এবং 'নিম্ন বা স্থায়ী' হিসাবে ভাগ করতে হবে। উচ্চ ভূমিক্ষয় অঞ্চলে কোনও গঠনমূলক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
(উ) জেলে এবং অন্যান্য চিরাচরিত উপকূলবর্তী সম্প্রদায়গুলির বাসস্থানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা চিন্তা করে, জোয়ারের নো ডেভেলপ্মেন্ট জোন্ যা ২০০ মিটার অবধি বিস্তৃত তা কমিয়ে ১০০ মিটার করা হয়েছে।

২. কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ১৯৯১ –এর মূল সুবিধাগুলি কি যা কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ -তে রাখা হয়েছে?

(অ) সমুদ্রতটের সামনের ৫০০ মিটার অবধি স্থলভাগ হল জোয়ারের বৈধ কর্তৃত্ব এবং তটরেখা বরাবর জোয়ারের বৈধ কর্তৃত্বরেখা থেকে ১০০ মিটার জলভাগ অঞ্চলকে সেটির প্রভাবিত এলাকারূপে গণ্য করা হয়েছে।
(আ) কোস্টাল রেগুলেশান জোন অঞ্চলের বিভাগগুলি হল - কোস্টাল রেগুলেশান জোন-১ (পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল গুলি), কোস্টাল রেগুলেশান জোন-২ (মফঃস্বল অঞ্চল গুলি) রাখা হয়েছে।
(ই) কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরী করার জন্য ও কোস্টাল রেগুলেশান জোন-১, ২ এবং ৩ –কে চিহ্নিত করার সঠিক উপায় দেওয়া আছে।

৩. কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ১৯৯১ –এর কোন মূল সুবিধাগুলি কোস্টাল রেগুলেশান জোন বিজ্ঞপ্তি, ২০১১ –থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

(অ) কোস্টাল রেগুলেশান জোন অঞ্চলে কোনও এস ই জেড় প্রকল্প কে অনুমতি দেওয়া হবে না।
(আ) আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপের নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রনের উপায়কে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ সংবেদনশীলতা এবং দ্বীপবাসীদের চাহিদা পূরণের কথা মাথায় রেখে একটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে যা আই পি জেড় বিজ্ঞপ্তি নামে পরিচিত।
(ই) কোস্টাল রেগুলেশান জোন-৩ অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাসস্থান সম্প্রসারণের অন্তরায় গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।